মাওআরিফে সুলতান

উপমহাদেশের খ্যাতনামা বুজুর্গ, শায়খুল মাশায়েখ, কুতুবে রব্বানি,
পীরে কামেল আলহাজ মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরি রহ.-এর
জীবনাচার, কীর্তি, বয়ান ও মালফুজাতের অপূর্ব সংকলন

মাআরিফে সুলতান

(প্রথম খণ্ড)

সংকলন
মাওলানা আবদুল মাজেদ আরাকানি মুহাজিরে মক্কি রহ.

সম্পাদনা
মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

কুদওয়াতুস সালিকিন, শামসুল আরিফিন, হজরত মুফতি আজম মুহাম্মাদ শফি সাহেব (করাচি) রহ.-এর খলিফা, জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার সম্মানিত সাবেক মুহাদ্দিস, জাদ্দে আমজাদ, শায়খুল মাশাইখ

হজরত আলহাজ মাওলানা আমিরুদ্দিন সাহেব রহ.-এর অভিমত

حامدا ومصليا ومسلما

اما بعد!

অধম একজন ক্ষুদ্র সেবক। এক দরিদ্র হতভাগা। ইলম ও আমলের অভাব আমার মাঝে প্রকট। আমি আকাবির ও আসাগিরগণের পায়ের ধূলো, কম মেধার অধিকারী এক বেনামী অজ্ঞ, বিশেষ ও সাধারণ লোকদের চোখে অপমানিত ও অজ্ঞ, শরিয়ত ও তরিকতের পথ সম্পর্কে জাহেল, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইলম সম্পর্কে নাদান—সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ আমিরুদ্দিন। আল্লাহ অধমকে, আমার মা-বাবাকে, আমার শিক্ষকমণ্ডলীকে ক্ষমা করুন।

পর নিবেদন হলো, ফিতনার এই যুগের অধিকাংশ মানুষের ধারণা, ইসলাম কেবল নামাজ-রোজার নাম। কেয়ামতের দিন কী ঘটবে, বেহেশতে হুর এবং জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছুবিষয়ক কিছু অদৃশ্য সংবাদের নাম। ইসলামে এর বাইরে আর কিছু আছে কি? অথচ ইসলাম হলো আকাইদ ও সত্যয়ন, আমল ও ইবাদত, রাজনীতি-অর্থনীতি, সভ্যতা ও সমাজ, আচরণ-ব্যবহার ও সামাজিকতা এবং সুলুক ও মাকামের নাম। এসবের সমষ্টি ইসলাম।

অন্য কথায়, একজন মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ, চলাফেরা এবং বিশ্রামের পাশাপাশি নিত্য এমন কোনো কিছু নেই, যা ইসলাম উল্লেখ করেনি। কুরআনের আয়াত ও নবীর হাদিসে এ-সংক্রান্ত প্রচুর পরিমাণে সাক্ষী রয়েছে। এমনকি সমুদয় নবী এসব বিষয়ে আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়ে সর্বমহলে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। প্রতিটি আসমানি কিতাব অবতরণের হেতুও এটিই।

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, মুজতাহিদ ইমামগণ, সুফি ও মহান ওলিগণ এবং হক্কানি আলেমগণ এসব বিষয়ের জন্য কুরবানি করেছেন। ব্যয় করেছেন জীবন ও সম্পদ। তাঁরা নিজেদের বাগ্মিতা, লেখনী ও রচনার মাধ্যমে দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। বিরুদ্ধবাদী ও প্রতিপক্ষের জবাব দিতে প্রাণপন চেষ্টা চালিয়েছেন।

জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার সাবেক মুফতি ও মুহাদ্দিস

হজরত মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমাদ রহ.-এর অভিমত

نحمده ونصلى ونسلم على عبده ورسوله صاحب الكتاب المبين وآله واصحابه أجمعين. اما بعد!-

অন্তরের অভিব্যক্তি হলো, অধম নালায়েক নাখান্দার ওপর এই আদেশ জারি করা হয়েছে, মুহতারাম জনাব আলহাজ মাওলানা আবদুল মাজেদ সাহেবের আন্তরিক, মানসিক, আর্থিক, শারীরিক ও বহুমাত্রিক ঐকান্তিক সংগ্রামের অমূল্য ফল মাআরিফে সুলতান-এর ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে হবে। কিন্তু নিজের অক্ষমতার কারণে এ ব্যাপারে মন্তব্য পেশ করতে বেশ সংকোচবোধ হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু একেবারে দূরে থাকা বঞ্চনার লক্ষণ এবং নির্দেশ অমান্য করা শিষ্টাচার পরিপন্থি, তাই দু-চারটি ভাঙা বাক্যাংশে কিছু বলার প্রয়াস পাবো, আশা করি। কেননা মতামত-মন্তব্য তো আশা করা হয় বোদ্ধাদের কাছ থেকে। পক্ষান্তরে, ভক্তির প্রকাশ ঘটে জীবনীভিত্তিক গ্রন্থের ক্ষেত্রে।

অতএব, উভয় দিক থেকেই বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি রয়েছে। এই বরকতময় সংকলনের প্রবন্ধগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে দেখার পর হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষ্য দেয়, যদি কেউ আন্তরিকচিত্তে হেদায়েতের প্রেরণা নিয়ে এটি অধ্যয়ন করে, তবে সে কেবল প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে, শুধু তাই নয়; বরং মহান আল্লাহর রহমতে সে আবদিয়্যাত ও বেলায়েতের অলংকারে অলংকৃত হবে। গ্রন্থটির বেলায় এমনটি বলা যথাযথ যে, এটি নৈতিকতার বিকাশের পাশাপাশি পূর্ণতা অর্জন, অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি কর্ম ও অভ্যাসের শিক্ষা, সামাজিক শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মাধ্যমে উপদেশ প্রদানের জন্য একটি আশ্চর্য ও দারুণ টনিক।

এর কারণ স্পষ্ট। কেননা এই গ্রন্থে প্রতিটি শ্রেণির মানুষের জন্য রোগ বুঝে প্রতিষেধক প্রদানকারী, আমাদের মুরুব্বি ও অভিভাবক, সুলতানুল আরিফিন হজরত নানুপুরি সাহেবের বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন থেকে নিয়ে, কর্মজীবন, শিক্ষকতা ও সুলুকানা জিন্দেগির যাবতীয় বিবরণ এবং এ সময় পর্যন্ত তাঁর মুখনিঃসৃত উম্মাহর জন্য দরকারি সমস্ত বাণী ও বয়ান বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে।

আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সাবেক মুহতামিম ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সাবেক সভাপতি, কুতুবুজ্জামান, শায়খুল মাশাইখ শাহ হজরত আলহাজ

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস সাহেব রহ.-এর অভিমত

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকারী প্রিয়ভাজন মুহতারাম মৌলভি আবদুল মাজেদ সাহেব দা. বা. আজ রবিবার (২০ সফর ১৪০৩ হি.) আমাকে মাআরিফে সুলতান পাণ্ডুলিপি উপহার দিয়েছেন, যা তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংগ্রহ করেছেন। এটি দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। নানামাত্রিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও এটি বিভিন্ন স্থান থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটিকে বিশুদ্ধ ও অত্যন্ত উপকারী পেয়েছি।

আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে দোয়া করি, তিনি লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আলোচ্য গ্রন্থটিকে সর্বসাধারণের জন্য হেদায়েতের উৎস হিসেবে কবুল করুন এবং সর্বসাধারণের মধ্যে মাকবুল বানিয়ে দিন। আমিন।

মুহাম্মাদ ইউনুস (গুফিরালাহু)
মুহতামিম, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া ও
সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া
বাংলাদেশ।

জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুরের সাবেক মুহাদ্দিস, খতিবুজ্জামান

হজরত আলহাজ মাওলানা জমিরুদ্দিন রহ.-এর অভিমত

حامدا ومصليا ومسلما

বর্তমানে মক্কায় বসবাসরত মুহতারাম ভাই মাওলানা আবদুল মাজেদ দা. বা. জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুরের সম্মানিত মুহতামিম, হজরত আকদাস, কুতুবে আলম শাহ মাওলানা সুলতান আহমাদ নানুপুরি সাহেবের মহামূল্যবান বয়ানসমগ্র এবং কুরআন ও হাদিসের দুর্লভ গবেষণা মাআরিফে সুলতান নামে সংকলন করে ভক্ত-শুভানুধ্যায়ীদের জন্য একটি মহান উপকারী কাজ করেছেন।

সম্মানিত গ্রন্থকার অত্যন্ত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এই মাআরিফগুলো অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সংকলন করেছেন এবং الدال على الخير كفاعله এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা গ্রন্থকারকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়েছি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এতে ইলম ও মারেফতের প্রচুর উপকরণ রয়েছে। এটি আলেম, তালিবে ইলম এবং সর্বশ্রেণির সাধকদের জন্য একটি সুদূরপ্রসারী হেদায়েত ও দিকনির্দেশনা। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই কিতাবটিকে কবুল করেন এবং লেখককে উত্তম প্রতিদান দেন। আমিন সুম্মা আমিন।

(আহকার) জমিরুদ্দিন (উফিয়া আনহু)
২৮/১০/১৪০২ হি.

সংকলকের নিবেদন

الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق بالمحبة والعرفان. والصلوة والسلام على سيد المرسلين والسالكين وقدوة العاشقين والعاملين الذي بعث فينا بتعليم الاركان والعرفان. واله واصحابه الذين يسكبون الدموع بخشية الله سبحانه وتعالى.

اما بعد!

নিবেদন এই যে, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমার ভাগ্যের তারকা চমকিত হয়ে উঠেছে। মুজাদ্দিদে আসর, জামিউশ শরিয়ত ওয়াত তরিকত, উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষ দীনি রাহবার, জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার মুহতামিম, আমার মুরশিদ হজরত আলহাজ মাওলানা সুলতান আহমাদ সাহেব বিন ফজলুল রহমান ধর্মপুরি—যিনি ‘নানুপুরি হজরত’ নামে পরিচিত; ক্ষুধা-তৃষ্ণার তোয়াক্কা না করে অধম আড়াই বছর হজরতের পায়ের ধূলিতে মিশে থাকার তাওফিকপ্রাপ্ত হয়েছি। এ এক বিখ্যাত উক্তির মতো : ‘একটি পিঁপড়া যতই তৃষ্ণার্ত হোক না কেন, নদী থেকে কতটা পানি পান করতে পারে!’

মুরশিদপ্রেমে অন্তঃপ্রাণ সম্মানিত মুহিব্বিনগণের পক্ষ থেকে তীব্র দাবি ছিল, নানুপুরি হজরতের বর্ণিল জীবন, অনুপম বয়ানসমূহ ও মালফুজাত তথা উপকারী বাণীসমূহ বই আকারে সংকলিত করা—যা শুনলে মৃত হৃদয় সজীব হয়ে ওঠে। অন্তরে যে অন্ধকার বিরাজ করে, তা দূর হয়ে আলোকিত হয়। সচেতন হয় উদাসীন মানুষ। তৃষ্ণার্ত চিত্ত হয়ে যায় জলসিক্ত। নোংরা স্বভাব-প্রকৃতিতে জন্মায় অদম্য আগ্রহ। হজরতের বয়ান মলাটবদ্ধ হলে আশেক-ভক্তবৃন্দ তা থেকে পাবেন ইশকে ইলাহির অপার প্রেরণা। ভগ্ন হৃদয়ে জন্মাবে আল্লাহপ্রেমের চারাগাছ। পূরণ হবে হৃদয়ের প্রত্যাশা।

আমি নিঃসঙ্কোচে আমার অযোগ্যতা ও অপূর্ণতা স্বীকার করছি। তবু উপরিউক্ত আলোকরেখার সারথি হতে হজরত মুহতারামের রুহানি তাওয়াজ্জুহের উসিলায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে হজরত থেকে শ্রুত বয়ানসমগ্র, হজরতের ডায়েরিতে

মাআরিফে সুলতানের প্রেক্ষাপট

হজরত সফরে বান্দাকে ছয় মাস সঙ্গে রাখেন। অতঃপর হঠাৎ নির্দেশ দেন, তুমি মাদরাসায় অবস্থান করে তোমার ইসলাহের ফিকির করো এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ওয়াজ ও নসিহতের কথা বলা হয়, তা সংগ্রহ করো। অতঃপর, আল্লাহর শুকরিয়া, পবিত্রাবস্থায় দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পর তা সংকলন করতে থাকি।

এ ছাড়াও হজরত মুসান্নিফিনে কেরাম ও চিশতিয়ার মাশায়েখগণ এবং হজরতের পিতা-মাতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কলম হাতে নিই। সর্বদা এই দোয়া করতে থাকি, 'হে পরওয়ারদিগার! সম্পূর্ণ ইখলাসের সাথে বিশুদ্ধতম কথাগুলো লেখার তাওফিক নসিব করুন। এই কিতাবকে বান্দার জন্য এবং বান্দার পূর্বপুরুষদের জন্য নাজাত ও হেদায়েতের জরিয়া বানিয়ে দিন।' দর্শক ও পাঠকেরা এই গ্রন্থটিতে যতগুলো বয়ান ও আলোচনা দেখতে পাবেন, তা কেবল একজন ব্যক্তিকেই নির্দেশ করে :

فرد واحد ہے فاتجد ید محصولات عشق
صنف فصل نوع جنس عالی سافل نہیں

হজরত শায়েখ এই গ্রন্থের নাম تشتات فقیر তাশাততুতাতে ফকির নামে সুপারিশ করেছিলেন। অধম মত দিয়েছিলাম درر السلطان فضل عباد الرحمن দুরারুস সুলতান ফজলে ইবাদির রাহমান নামে। কিন্তু জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ আপেক্ষিক উঁচুনিচু অবস্থান পরিত্যাগ করে মাআরিফে সুলতান রাখার পরামর্শ দিলেন।

(দ্রষ্টব্য) ভাইয়েরা! এটা আখেরি জামানা। এখন কোথায় পাবেন সিদ্দিকে আকবর রা.-কে আর কোথায় খুঁজবেন মুহাজিরে মক্কিকে? কতদিন অপেক্ষা করবেন হজরত গাঙ্গুহি, থানভির মতো মনীষীর সাথে সাক্ষাতের? তাই গাঙ্গুহি, থানভি ও সিদ্দিকে আকবর মনে করে এ যুগের বুজুর্গদের অনুসরণ করুন। যে হারে হক্কানি বুজুর্গগণ

বাস্তবতা উন্মোচন

শরিয়ত ও তরিকত জগতের উজ্জ্বল সিতারা, কুতুবে আলম সাইয়েদুনা ওয়া শায়খুনা হজরত মাওলানা সুলতান আহমাদ সাহেব নানুপুরী রহ.-এর মন্তব্য

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

পরকথা হলো, গ্রন্থটির লেখক জনাব মাওলানা আবদুল মাজেদ মাদ্দা জিল্লুহুল আলি বান্দাকে কিছু লিখতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও বান্দা কিছু লিখতে লজ্জিত হচ্ছে। তবু নির্দেশ পালনার্থে সংক্ষিপ্তভাবে নিবেদন হচ্ছে, বান্দা দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষালাভের নিমিত্তে সাত বছর অতিবাহিত করেছি। সেসময় সেখানকার আসাতিজায়ে কেরামগণের মুখে বিশেষত, শায়খুল আরব ওয়াল আজম হজরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রহ.-এর পবিত্র জবানে যেসব কথা শুনেছি এবং দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন কিতাবাদি অধ্যয়ন করে যে কথাগুলো বুঝেছি, সেগুলো থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো—যা মানুষকে জানানো দরকারি মনে করেছি, তা বিভিন্ন আলোচনায় সবার সামনে পেশ করে আসছি এবং বিভিন্ন চিরকুট বা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখছি। এ ছাড়া প্রায় ১৫ বছর ধরে আমার শায়েখ কুতুবে আলম হজরত মুফতি আজিজুল হক সাহেব রহ.-এর বরকতময় শফকত ও সোহবতের ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে ধন্য হই। এ সময়ে হজরতের মুখনিঃসৃত মূল্যবান বাণীসমূহও যথাসম্ভব মুখস্থ রাখার চেষ্টা করি এবং চলনে-বলনে তা অঙ্কিত রাখার ব্যাপারে ব্রতী হই।

দুই বছর ধরে জনাব মাওলানা আবদুল মাজেদ সাহেব—যিনি বর্তমানে মক্কায় অবস্থান করছেন, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এখানে অবস্থান করছিলেন। জিকির-ফিকির থেকে ফারেগ হয়ে অবসর সময়ে তিনি আমার বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা বিভিন্ন আলোচনা গ্রন্থবদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। বলেন, এর সুফল সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপক হওয়া উচিত। তিনি যখন বান্দাকে এটার নামকরণের প্রস্তাব দেন, তখন বান্দা تشتات فقیر (তাশাততুতাতে ফকির) বা کشکول

(কাশকুল) নাম রাখার পরামর্শ দিই। কিন্তু পরে সম্মানিত শিক্ষকগণ অধমের অনুপস্থিতিতে পরস্পর আলোচনা করে মাআরিফে সুলতান নামটি প্রস্তাব করেন।

আমি অন্তর থেকে প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ তায়ালা সম্মানিত লেখকের সমস্ত আর্থিক ও মানসিক ত্যাগ তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতে কবুল করুন। তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কল্যাণ ও সংস্কারের পথ সুগম করে দিন। এই গ্রন্থটি মুসলমানদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। হেদায়েতের জরিয়া বানান এবং অধমের নাজাতের উসিলা করে দিন।

آمین یارب العالمین بحرمة سید المرسلین صلی الله علیه وسلم وآله واصحابه اجمعین

দোয়ার মুহতাজ
(আহকার) সুলতান আহমাদ (গুফিরা লাহু)
খাদেম, জামিয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর,
চট্টগ্রাম। বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

মাআরিফে সুলতান ও কিছু কথা ২৫
হজরতের আতিথেয়তা ছিল খুব বিখ্যাত ৩৩
হজরত নানুপুরি রহিমাহুল্লাহর বহুমুখী সেবা ৩৯
তিনি ছিলেন ফাজেলে দেওবন্দ : শুরু থেকেই মুত্তাকি ও কোমলচিত্ত ৪৫

প্রথম অধ্যায়

ঈমান ও আকিদা ৪৯
ঈমান ও আকিদা-সংক্রান্ত বয়ান ৫০
শিরক-সংক্রান্ত আলোচনা ৫৪
বাতিল ফিরকা-সংক্রান্ত বয়ান ৫৯
শিয়া, সুন্নি, বিদআতি ও ওয়াহাবিদের মতভেদ ৬১
ইলম ও ইলমের ফজিলত-সংক্রান্ত বয়ান ৭২
শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের ফজিলত ৭৯
ইলমে বাতেন-সংক্রান্ত আলোচনা ৮০
মন্দ আলেমদের আলোচনা ৮৩
তালিবে ইলমদের ফজিলত-সংক্রান্ত আলোচনা ৮৮
তালিবে ইলমদের জন্য নির্দেশিকা ৯৩
মাদরাসা-সম্পর্কিত আলোচনা ৯৪
উসুলে হাশতেগানা বা মূলনীতি অষ্টক ৯৬
কিতাবুস সালাত ৯৮
জামাতের ফজিলত-সংক্রান্ত আলোচনা ১০৯
নামাজে আন্তরিক নিমগ্নতার পন্থা ১১৫
নামাজে অলসতার শাস্তি ১১৬
নফলের ফজিলত ১১৮

সালাতুয যুহা (চাশত) এর ফজিলত ১১৯
ইশরাকের ফজিলত ১২১
জাওয়ালের পর নামাজের ফজিলত ১২১
আওয়াবিন নামাজের ফজিলত ১২১
তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত ১২২
জুমার নামাজের ফজিলত ১২৭
السَّاعَةِ এর ব্যাপারে আল্লামা কাশ্মিরি রহিমাহুল্লাহর অভিমত ১৩০
জুমার নামাজের প্রথম খুতবা ১৩০
জুমার নামাজের দ্বিতীয় খুতবা ১৩১
মসজিদের ফজিলত ১৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনুল কারিমের ফজিলত এবং রমজানুল মুবারকের রোজা **১৪০**
ফাজায়েলে কুরআন **১৪১**
একটি ঘটনা ১৪২
তেলাওয়াতের আদব ১৪৯
সুরা ইয়াসিনের ফজিলত ১৪৯
আয়াতুল কুরসির ফজিলত ১৫১
সুরা ইখলাসের ফজিলত ১৫৪
সুরা আলাম নাশরাহর বৈশিষ্ট্য ১৫৬
সুরা দোহার বৈশিষ্ট্য ১৫৭
সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ১৫৭
রোজা, ইতেকাফ, লাইলাতুল কদর, শাবান এবং পিতা-মাতার অধিকার ও অবাধ্যতার শাস্তিবিষয়ক বয়ান **১৫৯**
ঈদুল ফিতরের ফজিলত ১৬৭
আরাফার দিনে রোজার ফজিলত ১৬৭
আশুরার দিনে রোজা রাখার ফজিলত ১৬৮
হারাম মাসসমূহে রোজা রাখার ফজিলত ১৬৮
জিলহজের দশম দিনে রোজা রাখার ফজিলত ১৬৮
লাইলাতুল কদরের ফজিলত ১৬৯
লাইলাতুল কদর ১৭১
ইতিকাফ ১৭৪

মধ্য শাবানের ফজিলত ১৮২
পিতা-মাতার হক এবং তাদের অবাধ্যতার বয়ান ১৮৭
আনুগত্যের ঘটনা ১৯৪
হজরত আলকামা রা.-এর ঘটনা ১৯৫
পিতা-মাতার ইহসানবিষয়ক কবিতা ১৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

নেয়ামত, হজ ও জিকির ১৯৮
নেয়ামতের শুকরিয়া-বিষয়ক বয়ান ১৯৯
বেশি দেওয়া আর কম নেওয়া আল্লাহর আদত ২০১
জাকাতের হাকিকত ২০৬
হিসাব দেওয়ার আগে নিজের হিসাব ঠিক করে নিন ২১১
অদ্ভুত এক ঘটনা ২১১
দুনিয়াদাররা কখনো সন্তুষ্ট হয় না ২১৫
সদকার ধরন ২১৮
সদকার ব্যয়খাত ২১৮
হজ-বিষয়ক বয়ান ২২১
বায়তুল্লাহর ফজিলত ২২৮
হজ ও উমরা আদায়ে জাগতিক উপকার ২২৯
তাহমিদ ও তাহলিলের ফজিলত ২৪৪
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকিরের ফজিলত ২৪৯
মানুষের ভেতরে একটি কলব আছে, সেটিই হলো মূল ২৫২
কলবের স্তর ২৫৭
উচ্চৈঃস্বরে জিকিরের আলোচনা ২৫৭
জিকিরকারীদের সান্নিধ্যে থাকার ফায়েদা ২৬১
তাসাওউফের বুনিয়াদি আলোচনা ২৬৪
সুলুকের ভিত্তি ২৬৬
সুলুকের মাকাম ২৬৬
আরেফ ও সালিকের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা ২৬৮
বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য নসিহত ২৭০
স্বল্পব্যস্ত আলেমদের জন্য মাশায়েখে চিশতিয়ার কর্মপন্থা ২৭২
অধিক ব্যস্ত আলেমদের জন্য আমলের রূপরেখা ২৭৪

সাধারণ মানুষের জন্য নসিহত ২৭৪
সাধারণ মানুষের জন্য আমলের কর্মপন্থা ২৭৬
মহিলাদের জন্য কিছু নসিহত ২৭৬
স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য উপদেশ ২৭৭
চাকরিজীবি ও কর্মচারীদের জন্য উপদেশ ২৭৭
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ২৮১
মাশুকের নামে আশেকের পাথেয় ২৮২
একটি ঘটনা ২৮৪
আশেকে সাবিরিনের আশ্চর্যজনক ঘটনা ২৮৪
ইশকের দ্বিতীয় ঘটনা ২৮৭
তৃতীয় ঘটনা ২৮৭
চতুর্থ ঘটনা ২৮৭
পঞ্চম ঘটনা ২৮৮
ষষ্ঠ ঘটনা ২৮৮
দুনিয়ার সাথে আল্লাহওয়ালাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? ২৮৯
জিকিরের প্রকারভেদ ২৮৯
সালিকের আরোহণের মাকাম ২৯০
লাতায়েফে সিত্তা ২৯৫
একটি ঘটনা ৩০১
হজরত মাদানি রহিমাহুল্লাহর জিকির ৩০৫
একটি ঘটনা ৩০৭
আরেকটি ঘটনা ৩০৯
চার কিতাবের সারসংক্ষেপ ৩১১
মাশুক আল্লাহর পক্ষ থেকে আশেকের কাছে গায়েবি টেলিফোন ৩১১
মুরাকাবার প্রকারভেদ ৩১৩
তাআওউজের ফজিলত ৩১৩
শায়খের তাওয়াজ্জুহ ৩১৪

চতুর্থ অধ্যায়

কেয়ামত ও কেয়ামতের অবস্থা **৩১৫**
কেয়ামত-বিষয়ক বয়ান **৩১৬**
কেয়ামতের প্রধান ও ছোট লক্ষণ ৩১৬

দাব্বাতুল আরদ ৩২১
সূর্যোদয় ৩২২
ধারাবাহিকভাবে কেয়ামতের ছোট-বড় আলামতের আলোচনা ৩২৩
সিঙ্গার ফুৎকারের বিবরণ ৩৩০
নাফখায়ে ফাজা-সংক্রান্ত আলোচনা ৩৩২
হাশর ও সৃষ্ট জগতের পুনরুত্থান বিষয়ক আলোচনা ৩৩৬
জান্নাতি বাহন বোরাকের বিবরণ ৩৩৮
পুনরুত্থানের জন্য সিঙ্গা ফুৎকারের বিবরণ ৩৩৯
হাশর-সংক্রান্ত আলোচনা ৩৪৬
পুনরুত্থানের পরিস্থিতির বর্ণনা ৩৪৭
পুলসিরাত-সংক্রান্ত আলোচনা ৩৪৮
বেহেশতের বিবরণ ৩৪৯
জান্নাতের দরজা ও ঝরনার বিবরণ ৩৫০
তুবা বৃক্ষ ও অন্যান্য আলোচনা ৩৫৩
হুরদের বিবরণ ৩৫৪
জান্নাতবাসীদের নেয়ামত ৩৫৬
জান্নাতে পশুর প্রবেশ ৩৬১
হিসাব-কিতাব-সংক্রান্ত আলোচনা ৩৬২
কেয়ামতের অর্থ অনুসারে বিরাশিটি শব্দ রয়েছে ৩৬৪
জাহান্নামের বিবরণ ৩৬৫
দোজখের দরজার বিবরণ ৩৬৭
লাওহে মাহফুজ-সংক্রান্ত আলোচনা ৩৬৮

মাআরিফে সুলতান ও কিছু কথা

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামি রহ.

মুরশিদে কামেল, উসতাজুল আসাতিজা, অদ্বিতীয় মুরুব্বি, হজরতুল আল্লাম মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরি এবং হজরত মাওলানা সুলতান আহমাদ নানুপুরি রহিমাহুমাল্লাহকে আমরা চিনি শৈশবকাল থেকেই। কেননা, আগে থেকেই হক্কানি উলামায়ে কেরামের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সদস্যদের পরিচয় ও বিশেষ সম্পর্ক ছিল। উপরিউক্ত মনীষীদ্বয় ওয়াজ-নসিহত ও দাওয়াতি কাজ উপলক্ষে এবং কখনো কখনো হঠাৎ করে—এমনকি দাওয়াত ছাড়াই সফরের সময় আমাদের বাড়িতে আসতেন। ঘরে যা কিছু থাকতো, তা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করতেন।

অধমের একসময়ের ঘটনা মনে পড়ে। আম্মাজান বলেছেন, হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন সাহেব এক জায়গায় বয়ান থেকে ফিরে আসরের পর আমাদের বাড়িতে আসেন। এ সময় বাবা বাড়িতে ছিলেন না। আমরাও ছিলাম মাদরাসায়। হারুন সাহেব আসেন আমাদের কাচারি ঘরে। তিনি স্থানীয় এক শিশুকে বললেন, 'মাকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, এই মুহূর্তে ঘরে যা খাবার আছে তা যেন একটি পাত্রে কাচারি ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরী এসেছেন।'

মা বুঝতে পারলেন, হজরত সম্ভবত ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে রাখা দুপুরের খাবার এবং ক্ষেত থেকে তুলে আনা একটি পাকা তরমুজ ওই শিশুটির মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।

হজরত বাবুনগরি রহ. উভয়টিই অল্প অল্প করে খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। রাতে বাবা বাড়িতে এলে তিনি বাবাকে সফরের গল্প শোনালেন। বললেন, 'গ্রামে গ্রামে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। তারা আবেগের সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সব জায়গায় মনের শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া যায় না। আপন মানুষের কাছে থাকা মনকে স্বস্তি দেয়। এ ছাড়া হালাল খাবারও সর্বত্র পাওয়া দুষ্কর। এখানকার খাবার তৃপ্তি ও আনন্দ দেয়।'

বিশেষ করে হজরত গাঙ্গুহি রহিমাহুল্লাহর খাস খলিফা হজরত মাওলানা ডলুকুলি রহিমাহুল্লাহর সিলসিলার মানুষ—হজরত মাওলানা শফিকুর রহমান পুকুরবি সাহেবের সাথে সম্পর্কযুক্ততার কারণে হজরত আব্বাজান রহ. ছিলেন জাকির ও সুলুকের পথযাত্রী। তাহাজ্জুদ নামাজ এবং জিকির-আজকারের প্রতি তিনি ছিলেন যথেষ্ঠ যত্নবান। এ কারণে বুজুর্গানে দীনের মধ্যে যারা রাত জেগে ইবাদত এবং জিকির-নামাজে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁরা আব্বাজানকে ভালোবাসতেন। তাঁদের সাথে আব্বাজানের ছিল খুবই ঘনিষ্ঠতা।

সকল মেহমানের মধ্যে জাকিরিন আলেমগণের প্রতি আব্বাজানের ছিল বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি। এ ধরনের অতিথিদের জন্য তিনি প্রচুর খাবারের ব্যবস্থা করতেন। হজরত বাবুনগরি এবং হজরত নানুপুরি রহ. বারবার তা প্রকাশ করতেন। তাঁরা বলতেন, 'আপনার জিকির ও আমলের কারণে আমাদের হৃদয় এদিকে চৌম্বকীয় আকর্ষণের মতো ধাবিত হয়।'

আরেকদিনের ঘটনা। আব্বাজান জানতে পারলেন, হজরত বাবুনগরি ও হজরত নানুপুরি রহিমাহুমাল্লাহ উভয়ের দাওয়াত আনোয়ারার তৈলারদ্বীপে জনাব কালু মিয়াঁর এলাকায়। কালু মিয়াঁ ছিলেন হজরত হারুন সাহেবের বিশেষ মুরিদ। আর এই জায়গা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে আড়াই মাইল দূরে।

আসর পর্যন্ত ওয়াজ করার পর হয়তো এই দুই বুজুর্গ নলদিয়ায় আমাদের বাড়িতে আসবেন। এই অনুমানে আব্বাজান জাল দিয়ে পুকুর থেকে প্রায় আট থেকে দশ কেজি ওজনের রুই মাছসহ অন্যান্য মাছ ধরেন। রুই মাছটির রং লাল হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে বলা হয়েছে, ইনশাআল্লাহ মাওলানা হারুন সাহেব ও মাওলানা সুলতান আহমাদ সাহেব—উভয় বুজুর্গ আমাদের বাড়িতে আসবেন।

কিন্তু দৈবক্রমে এই দুই বুজুর্গকে জনাব কালু মিয়ার স্ত্রী (যিনি ছিলেন হজরত বাবুনগরি রহিমাহুল্লাহর মুরিদ) রাতে তাদের বাড়িতে থেকে যেতে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বললেন, 'আজ আমরা সব ধরনের সুবিধাজনক ব্যবস্থা করে দেবো। আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী ঢিলা-কুলুখ, গরম পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করে দেবো, আমাদের ছেলেরা আপনাদের সেবা করবে। যাতে আপনাদের কোনো কষ্ট না হয়।'

ফলে এই দুই বুজুর্গ নিয়মের বিপরীতে সেখানে অবস্থান করেন। আমাদের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন সেখানে। তারা বলেছেন, জনাব কালু মিয়া সাহেব ও তাঁর আত্মীয়দের বহু পুরুষ এবং বহু মহিলা হজরত মাওলানা হারুন সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। এই দুই বুজুর্গ পরে মহিলাদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসিহতও করেন।

'আহ্! জামাত চলে গেছে, আমি অনেক নেকি হারিয়ে ফেলেছি।' কোনো ছাত্রের জামাত ছুটে গেছে দেখলে তাকে ডাকতেন। একসাথে নিয়ে রুমে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতেন।

যে সময়ে ফরজের পর নফল থাকে, তিনি একজন বয়স্ক ছাত্রকে বলতেন, 'তুমি তো বড় জামাতে নামাজ পড়েছ। এসো, আমার সাথে ছোট জামাতে যোগ দিলে নফলের সাওয়াব পাবে।' তিনি ছোট জামাত নিয়ে চিন্তা করতেন; অসুস্থ অবস্থায় হোক বা সুস্থ অবস্থায়।

কখনো কখনো আমরা যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সেবা করতে চাইতাম, তিনি বলতেন, 'তোমরা ছোট। বয়স্ক কাউকে ডেকে দাও।' কখনো স্পষ্ট বলে দিতেন, 'তোমরা দাড়িবিহীন বালক। দাড়িবিশিষ্ট কাউকে ডাকো।' এশার নামাজের পর কোনো তালিবে ইলম থেকে খেদমত নিতে নিষেধ করতেন। বিশেষ করে দাড়িবিহীন ছাত্র—যারা খেদমত করতে যায়, তিনি তাদেরকে সতর্ক করতেন।

শিক্ষকগণকে এ ব্যাপারে সরাসরি নিষেধ করতেন না, তবে মসজিদে সাধারণ ওয়াজ-নসিহতের সময় আসাতিজায়ে কেরামদের বলতেন, কোনো শিক্ষক যেন এশার পর খেদমতের জন্য কোনো দাড়িবিহীন বালককে না ডাকেন। গুরুতর প্রয়োজন হলে দাড়িবিশিষ্ট ছাত্রকে ডেকে নেবেন। অথবা কোনো শিক্ষককে বলে দেবেন, আমার কাজটি একজন বয়স্ক ছাত্র দিয়ে করিয়ে দিন।

যাহোক, তিনি সাধারণভাবে দাড়িবিহীন ছাত্র দিয়ে শিক্ষকদের শারীরিক সেবা নিতে নিষেধ করতেন। এশার নামাজের পর যেকোনো দাড়িবিহীন ছাত্রকে বিপজ্জনক বিবেচনা করতেন। যুবক বা বৃদ্ধ, ফিতনার আশঙ্কায় কারো জন্যই তিনি এমন সেবা নেওয়াকে জায়েজ মনে করতেন না। কখনো বলতেন, 'যদি খুব বেশি প্রয়োজন হয়, তাহলে নিজের ছেলে মাদরাসার কামরায় আছে, তাকে দিয়ে সেবা নিন। তবুও দাড়িবিহীন ছাত্রদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করবেন না।'

বৃহস্পতি ও শুক্রবার হজরত নানুপুরি রহিমাহুল্লাহর নিজ এলাকায় এবং দূরবর্তী এলাকায় ওয়াজ করার অভ্যাস ছিল। তবে তিনি যথারীতি ক্লাসের আগে মাদরাসায় উপস্থিত হতেন। যখন আমাদের এলাকায় ওয়াজ করতে যেতেন, ওয়াজের পর বাড়ির মালিক কিছু টাকা হাদিয়া হিসেবে দিতে চাইলে বলতেন, 'আমি ওয়াজ-নসিহতের বিনিময়ে টাকা নিই না। টাকা দিতে চাইলে প্রয়োজনে মাদরাসায় দিন। আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আপনারা আমাকে রাহখরচা দিয়ে দীনি শিক্ষা প্রচারের সুযোগ দিয়েছেন।'

বাড়িওয়ালা বলতেন, 'হজরতের খেদমত আমাদের জন্য আবশ্যক। আমরা আপনাকে দিচ্ছি। আপনি ইচ্ছে করলে নিজের জন্য ব্যয় করুন বা মাদরাসার জন্য ব্যয় করুন।' কিছু লোককে দেখেছি, তারা এক বা দুইশত টাকা হজরতকে হাদিয়া হিসেবে দেওয়ার চেষ্টা করতেন এবং দু-চার টাকা মাদরাসার জন্য দিতেন। তখন তিনি তাঁর ডান পকেটে মাদরাসার টাকা রাখতেন এবং বাম পকেটে বাম হাত দিয়ে নিজের নামে প্রাপ্ত টাকা রাখতেন। মাদরাসায় এসে নাজেম সাহেবের কাছে টাকা হস্তান্তর করে বলতেন, 'ছাত্রদের ফান্ডে এই টাকাগুলো রাখুন।' টাকার পরিমাণ বেশি হলে রশিদ লিখে দাতার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলতেন।

সারকথা, যদি তিনি জানতেন পুরোনো সম্পর্কের সুবাদে কিছু দিচ্ছে, তবে তা গ্রহণ করতেন। শর্ত ও বিনিময় নির্ধারণ করে কখনো দাওয়াত গ্রহণ করেননি এবং না-দেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্যও করেননি। উল্টো কাউকে কাউকে এই বলে ধমক দিতেন যে, 'দীনের কথা শোনার দাওয়াত দিয়েছেন। আমরা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেছি। কিছু দেওয়ার চিন্তা থাকলে মাদরাসার ছাত্রদের দিতে পারেন। সেটা আপনাদেরও কাজে আসবে, মাদরাসারও কাজে আসবে।'

একবার আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি—যিনি হজরতের মুরিদ ছিলেন, তাঁকে ওয়াজের আমন্ত্রণ জানালেন এবং হাদিয়া হিসেবে কিছু টাকা দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'ভাই, আপনি একজন গরিব মানুষ। হাদিয়া প্রদান করা আপনার জন্য দীনি ফায়েদা; কিন্তু আপনার তো টাকা-পয়সা দরকার। সুতরাং এই হাদিয়া আপনি আপনার সন্তানদের জন্য খরচ করুন। রাহখরচার জন্য আমার কাছে টাকা আছে।' সে জোর করে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি নিলেন না।

একইভাবে, জনৈক ব্যক্তি হজরতকে ওয়াজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। যার মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হজরত নানুপুরিকে কত টাকা দিতে হবে?' লোকটি বললো, 'তাঁকে কোনো টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি ওয়াজের জন্য টাকা নেন না। আপনি শুধু গাড়ি ভাড়া দিন। আর কিছু দিতে চাইলে আজিজুল উলুম বাবুনগর মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের দিন।'

সেই লোকটা ছিল ধনী। তাই হজরত নানুপুরিকে বললো, 'হজরত! এই পাঁচশো আপনার জন্য হাদিয়া। মাদরাসার ছাত্রদের জন্য এই পাঁচশো, আর শিক্ষকদের বেতনের জন্য এই পাঁচশো।' নিজের নামে প্রদত্ত হাদিয়ার ব্যাপারে হজরত বললেন, 'এটাও মাদরাসার ছাত্রদের নামে দিয়ে দিন।' মেজবান বললেন, 'হজরত! এই পাঁচশো তো আপনার জন্য হাদিয়া। ছাত্রদের জন্য পাঁচশো দিয়েছি। সামনেও ইনশাআল্লাহ সময়ে-সময়ে দিতে থাকবো। এই টাকা শুধু আপনার জন্যই দিলাম।'

আপনি বাবুনগর থেকে চলে এসেছেন। হজরত মাওলানা মুফতি আজিজুল হক সাহেবও চাইছিলেন—আপনি বাবুনগর থেকে চলে আসেন এবং নানুপুর পুনর্গঠনে কাজ করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। আল্লাহ এখন একটি ব্যবস্থা করে দিলেন। তাই আপনার উচিত, বিষয়টি বিবেচনা করা। আপনার বিবেচনার ভিত্তিতে উদ্ভাবনী কাজ করার এখনই সুযোগ। আমরা কমিটির লোকেরা আপনাকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করব। আপনি হবেন সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ মুহতামিম। মাদরাসার যাবতীয় কাজে আপনার শতভাগ কর্তৃত্ব থাকবে। শিক্ষক নিয়োগ ও বরখাস্ত করার কর্তৃত্ব, দরস কমানো-বাড়ানোর কর্তৃত্ব, শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও বহিষ্কারের ক্ষমতা ইত্যাদি। এককথায় মাদরাসা আপনার। এখন আপনি এটি সামলে নিয়ে আমাদেরকে সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিন।'

হজরত নানুপুরি রহ. বললেন, 'তিন দিন ইসতিখারা করার পর বলবো।' অতঃপর তিন দিন পর কমিটির লোকেরা তাঁর খেদমতে এলে হজরত বললেন, 'নির্দেশ ও অনুমতি উপর থেকে পেয়েছি। এখন নানুপুর মাদরাসার কাজ শুরু করতে আমার কোনো সমস্যা নেই।'

একথা তিনি ওই সময় বলেছিলেন, যখন বাবুনগর থেকে আসার পর বৃহস্পতিবার নানুপুর বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওই সময় আমরা কয়েকজন ছাত্র হজরতের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম। আমরা তখন পৌঁছে গিয়েছিলাম নানুপুরের পুরোনো মাদরাসার আনুমানিক ত্রিশ হাত দৈর্ঘ্যের মাটির ভবনের কাছে। রাস্তার পশ্চিম পাশে।

সময়টা ছিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। আমি, মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ (সাতকানিয়া) এবং আরও দু-তিনজন সঙ্গী—যাদের নাম এখন মনে নেই—আসরের নামাজের আগে নানুপুর পৌঁছাই। হজরত নানুপুরির সাথে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শেষে গুদামওয়ালা মসজিদে আসরের নামাজ পড়ি। এরপর আসি মাদরাসায়। নানুপুরি হজরত বললেন, 'আমি বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। আপনারা এসেছেন, এখন হয় আপনারা আমার সাথে বাড়ি চলুন, নয়তো আপনারা বললে আমি আজ রাতে এখানে থাকব। আপনারা আগামীকাল বাবুনগর ফিরে যাবেন এবং আমি নানুপুর চলে যাব।'

আমরা বললাম, 'হজরত! আপনি আপনার পরিকল্পনা মতো নানুপুর যান। আমাদের দেখা হয়ে গেছে। মাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। আমরা আপনার কাছ থেকে তা জেনে নেবো যেতে যেতে। আমরা তিন-চারজন আছি। সহজেই মাদরাসায় পৌঁছে যেতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।'

কিন্তু এক্ষেত্রে বাধ সাধলো হজরতের আতিথেয়তা। তিনি বললেন, ‘এখন আপনারা চা খেয়ে নিন। মাগরিবের পর যা পাওয়া যায় তা দিয়ে রাতের খাবার খাবেন।’ এ কথা বলে হজরত কয়েকজন ছেলেকে মহল্লায় চার-পাঁচটি ডিমের জন্য পাঠালেন এবং বাবুর্চিকে ডেকে বললেন, ‘মুরুব্বি! মেহমান এসেছে। ছাত্রদের ডিমের জন্য পাঠিয়েছি। মেহমানরা খাবেন। আপনি রান্না করে নেবেন তাড়াতাড়ি।’

আমরা হজরতের সাথে যা আলোচনা করতে এসেছি, তা বললাম। হজরত উত্তর দিলেন। মাগরিবের নামাজ পড়ে খাবার খেলাম। এরপর হজরত নানুপুর থেকে রওয়ানা হলেন তাঁর বাড়ির উদ্দেশে। বললেন, ‘আমার বাড়ি কাছাকাছি। আপনারা চলে যান।’ আমরা হজরতের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম এবং বাবুনগর মাদরাসায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সবাই সেখান থেকে বাবুনগর ফিরে আসি। আমি অন্য একটি লেখায় এর বিস্তারিত তুলে ধরেছি।

হজরত নানুপুরি রহিমাহুল্লাহর বহুমুখী সেবা

হজরত নানুপুরি রহিমাহুল্লাহর খেদমত সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, তিনি বাবুনগর মাদরাসা নির্মাণ ও উন্নয়নেও বিরাট অবদান রেখেছেন। এক প্রেক্ষাপটে তিনি আমাকে বলেছেন, ‘আবদুস সালাম! আজকে নানুপুরের যে অবস্থা, আমি যখন বাবুনগর মাদরাসায় আসি, তখন তারও ছিল একই অবস্থা। বাবুনগর ছিল মাটির গুদামবিশিষ্ট মাদরাসা। শুরুর দিনগুলোতে মাত্র কয়েকটি শ্রেণি ছিল। হজরত বাবুনগরি রহিমাহুল্লাহর মেহনত এবং তাঁর জুতার বরকতে—আমাদেরও কিছু প্রচেষ্টা ছিল—আল্লাহ তায়ালা মাদরাসার উন্নতি-সমৃদ্ধি দান করেছেন। এখন এটা দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত একটি বড় মাদরাসা। মাদরাসাটি সুনাম অর্জন করেছে সর্বক্ষেত্রে। লেখাপড়ায় একটি মান চলে এসেছে। আল্লাহ চাইলে এমন উন্নতি হতে পারে নানুপুরেও।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি দুর্বল ও বৃদ্ধ। কিন্তু আল্লাহর রহমত তো দুর্বল বা অন্ধ নয়। তিনি সর্বদা তাঁর রহমত বর্ষণ করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত বর্ষণ করতে থাকবেন। আপনারা দোয়া করুন এবং জনগণকে বলুন, সুলতান আহমাদ এখন নানুপুরে এসেছে। সেখানে সে তালিবে ইলমদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা ও নৈতিক সেবা করে যাবে।

হজরত বাস্তবিকই বলেছেন। অধম যখন করাচি থেকে বাংলাদেশ সফরে এসে নানুপুর যাই, দেখতে পাই—নানুপুরেও গড়ে উঠেছে ছাত্রদের একটি বিশাল জমায়েত। শুরু হয়ে গেছে দাওরায়ে হাদিস এবং তাখাসসুসাত পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম।

যাহোক, আমি বাবুনগর মাদরাসায় যাওয়ার পর দেখি, হজরত মাওলানা নানুপুরি সাহেব বাবুনগরে দাওরায়ে হাদিসের কিতাব পড়াচ্ছেন। আমাদের কাফিয়ার বছরে আমরা তারিখুল ইসলাম-এর বার্ষিক পরীক্ষা দিয়েছিলাম হজরতে কাছে। সম্ভবত তার পরের বছর বাবুনগর মাদরাসা থেকে পৃথক হন এবং নানুপুর মাদরাসার শিক্ষক ও কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে মাদরাসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ভার হজরত নানুপুরির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

তিনি আসার পর নানুপুর মাদরাসা অতুলনীয় উন্নতি সাধন করেছে। নানুপুর মাদরাসার মুফতি ও মুহাদ্দিস মাওলানা সাঈদ সাহেব এক বৈঠকে বলেছিলেন, 'হজরত নানুপুরি রহিমাহুল্লাহর ব্যক্তিত্বের কারণে মাদরাসাটি সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা-প্রশিক্ষণেও, তাসাওউফ ও পরিশুদ্ধিতেও, অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিচারেও। আলেম ও জনগণ সমান সুবিধা পাচ্ছে হজরতে ফুয়ুজ থেকে।'

পাকিস্তানে অবস্থানকালে বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে নানুপুরে গিয়ে দেখেছি, সেখানে বড় বড় মুহাদ্দিসিনদের সমাগম। একদিকে হজরত মাদানি সাহেবের খাস খলিফা মুহাদ্দিসে আজম হজরত মাওলানা মাসউদুল হক (পটিয়া) তালিম দিচ্ছেন, অন্যদিকে হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন বাবুনগরির খাস খলিফা মুহাদ্দিসে কবির মাওলানা সাঈদ আহমাদ (আনোয়ারা) সেখানে হাদিসের দরস দিচ্ছেন।

অতঃপর আমার দ্বিতীয় সফরে দেখলাম, হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ হারুন শাহনগরী সাহেব এবং জামেউল মাকুল ওয়াল মানকুল হজরত মাওলানা ইয়ার আহমাদ সাহেব হাদিসের দরস দিচ্ছেন। এমন লোক সংগ্রহ করা সবার সাধ্যে কুলায় না। এটি ছিল হজরত নানুপুরির বরকতময় অস্তিত্বের ফল। আল্লাহ তায়ালা হজরত নানুপুরির সকল প্রভাব ও ধর্মীয় সেবাকে কবুল করুন। বিশেষভাবে কবুল করুন তাঁর উত্তম ওয়াজসমূহের সংগ্রহ মাআরিফে সুলতান-এর সংকলনকে। সমস্ত সাহায্যকারীদের জন্য মাগফেরাত ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল সালাম চাটগামি
১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরি

প্রথম অধ্যায়

ঈমান ও আকিদা

ঈমান ও আকিদা-সংক্রান্ত বয়ান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۭاِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

'আমরা তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত[১] পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শঙ্কিত হলো, আর মানুষ তা বহন করল; সে অত্যন্ত জালেম, খুবই অজ্ঞ।'[২]

হাদিস শরিফে এসেছে, হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

১. এখানে আমানত শব্দের তাফসির প্রসঙ্গে সাহাবি ও তাবেয়ি প্রমুখ মুফাসসিরগণের ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, দীনের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। শরিয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরিয়তের বিধানাবলি দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আজাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধানাবলির ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার ওপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল।
মোটকথা, এখানে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে 'আমানত' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে ধারণা দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলেন, আকাশ ও পৃথিবী তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার বিশাল ও বিপুলায়তন দেহাবয়ব ও গভীরতা সত্ত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না, কিন্তু দুর্বল দেহাবয়বের অধিকারী মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে। (দেখুন : ইবনে কাসির, ফাতহুল কাদির, কুরতুবি, বাগাভি)।

২. ظلوم অর্থ নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং جهول এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। (বাগাভি)। সুরা আহযাব : ৭২

أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ

'নিশ্চয়ই মানুষের হৃদয়মূলে আমানত অবতীর্ণ হয়। তারপর অবতীর্ণ হয় কুরআন। সুতরাং তারা কুরআনের শিক্ষা অর্জন করে এবং সুন্নাহ (হাদিস) সম্বন্ধেও শিক্ষা অর্জন করে।'

এখন প্রশ্ন হলো, আমানত দ্বারা কী উদ্দেশ্য? হুজাইফা রা.-এর বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট, আমানত হলো সেই পথনির্দেশ, যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানুষের অন্তরে (মৌল পদার্থে) গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আল্লামা নববি রহ. বলেন, 'আমানত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো করণীয় কর্ম, আর 'আহদে মিসাক' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বভাব-প্রকৃতিগত ঈমান।

ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার আল্লামা উসমানি রহিমাহুল্লাহর ভাষ্যমতে আমানত হচ্ছে স্বভাবগত সামর্থ্য। যা বান্দার আনুগত্যের স্বীকৃতি এবং পাপ থেকে দূরে থাকার যোগ্যতা। শরিয়তগত ঈমানের তুলনায় এই স্বভাবগত সামর্থ্য অনেকটা ফসলের বীজ ও বৃক্ষের শেকড়ের মতো। বান্দার হৃদয় হলো জমিতুল্য। কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান রহমতের বৃষ্টিতুল্য। বান্দার কলব যদি সুস্থ থাকে এবং সে বিশুদ্ধ পন্থায় কুরআন-হাদিসের জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ করে, তাহলে সেখানে ঈমানের বীজ থেকে চারা জন্ম নেয়।

ইসলাম ও ঈমান বলতে কী বুঝায়? এহইয়াউ উলুমিদ্দিন গ্রন্থকার আল্লামা গাজালি রহ. বলেছেন, ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে সত্যয়ন করা। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَاۤ اَنۡتَ بِمُؤۡمِنٍ لَّنَا ای مصدق (فتح الملهم)[৩]

আর ইসলাম মানে সমর্পণ, আনুগত্য ও মেনে নেওয়া। দম্ভ ও অবাধ্যতাকে অন্তর থেকে বিদূরিত করা। 'তাসদিক' তথা সত্যায়নের ক্ষেত্র হলো কেবলই অন্তর। আর জবান হলো এর দোভাষী। পক্ষান্তরে, 'তাসলিম' তথা আনুগর্তের ক্ষেত্রটি ব্যাপক। অর্থাৎ অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জবান—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হজরত আলি রা.-এর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, ঈমান মানে মারেফত। মারেফত হলো আনুগত্য। আর আনুগত্য হলো সত্যায়ন।[৪]

---

৩. অর্থাৎ, যদিও আমরা আপনার নিকট বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হতাম, তবুও আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন না। এখন তো এমনিতেই আমাদের ব্যক্তিত্ব সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের মতো, এখন আপনি আমাদের কথা আর কীভাবে বিশ্বাস করবেন?

৪. তাফসিরে রুহুল মাআনি।

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রা.-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন, ‘যখন কাউকে মসজিদে আসতে-যেতে দেখবে, তখন সাক্ষ্য দেবে যে সে মুমিন।’[৫]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> اِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنۡ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمۡ يَخۡشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓئِكَ اَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مِنَ الۡمُهۡتَدِيۡنَ
>
> ‘একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, ওরা হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’[৬]

হজরত আকদাস শায়েখ নানুপুরি রহ. একবার উদাহরণসহ ঈমান, ইসলাম, কুফর, শিরক, বিদআত ও সুন্নাতের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ভাইয়েরা, দেখুন! শরিয়ত দুটি জিনিসের নাম। একটি হলো, আপনার অন্তরে একিনের পর্যায়ে বিশ্বাস থাকা। তা হলো, ওয়াজিবুল ওয়াজুদ মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা—যা পরিপূর্ণতাসমৃদ্ধ সমস্ত গুণাবলির সমষ্টি—তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি জীবন-মৃত্যু দানকারী। সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত। তাঁর কোনো শরিক নেই। রাসুলগণ হক। আসমানি কিতাব হক। ফেরেশতাগণ হক। জাহান্নাম, জান্নাত, কেয়ামত, পুলসিরাত, কবরের আজাব—সবকিছু হক ও বাস্তব। হৃদয়ের তন্ত্রীতে এসবের বিশ্বাস হলো ঈমান।

দ্বিতীয়ত, আমালে জাহেরা বা দৃশ্যমান কর্ম। যেমন : নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। হজরত শায়েখ রহ. একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, দেখুন! যদি ভালো মাটিতে বীজ বপন করা হয়, তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর তা থেকে একটি গাছ বের হবে। এই বীজ থেকে ফল-ফুল বের হবে।

---

৫. জামে তিরমিজি।

৬. সুরা তাওবাহ : ১৮; এ আয়াতে আল্লাহর মসজিদ নির্মাণের ও আবাদের যোগ্যতা কাদের রয়েছে তা জানিয়ে বলা হচ্ছে, আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরিউক্ত গুণাবলিসম্পন্ন নেককার মুসলিমদের। এই থেকে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির বা দীনি ইলমের শিক্ষা দানে কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। হাদিসে বর্ণিত রয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি স্থান প্রস্তুত করেন। (সহিহ বুখারি : ৬৬২; সহিহ মুসলিম : ৬৬৯)

একইভাবে, মানুষ প্রথমে শুক্রাণুর আকারে পিতার ঔরসে ছিল। তারপর মাতৃগর্ভে। জন্মের পর নাজুক শরীর। তারপর যৌবন। তারপর বৃদ্ধ। এমনই দৃষ্টান্ত ঈমান ও ইসলামের।

হাদিসের কিছু কিতাবে يؤمنون بالغيب এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে يعشقون দিয়ে। অর্থাৎ ঈমান মানে (আল্লাহর প্রতি) ভালোবাসা। অতএব, আত্মা ও হৃদয়কে সত্যিকার প্রেমিকরূপে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহকে প্রিয়তম এবং একান্ত কাঙ্ক্ষিত বানাতে হবে। ভালোবাসার মাধ্যমে প্রিয়তমের কাছে প্রেমিকের পৌঁছার সুস্পষ্ট পথ হলো, সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর আমালে জাহেরা তথা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি হলো পথের মাধ্যম।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি ভ্রমণ করতে চান, তাহলে তার পথের নিরাপত্তা প্রয়োজন; ভ্রমণটি স্থলপথে হোক বা আকাশপথে। এরপর যাত্রার জন্য ঠিকমতো জিনিসপত্র প্রস্তুত করতে হয়। আকাশপথে ভ্রমণ করলে বিমান বা হেলিকপ্টার ইত্যাদির সাহায্যে যেতে হয়। নদীপথে যাত্রা হলে নৌকা, সাম্পান বা স্টিমার ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। একইভাবে ঈমান হলো ভালোবাসা। আত্মা বা অন্তর হলো প্রেমিক এবং আল্লাহ হলেন মাশুক। আল্লাহর রাসুলের সুন্নাত হলো পথের নিরাপত্তা ও মসৃণতা। নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত ইত্যাদি হলো যানবাহন, বিমান, স্টিমার, ট্রেন ইত্যাদি।

হজরত শায়েখ মখদুম রহ. বলেন, কুফরির আভিধানিক অর্থ হলো, গোপন করা। শরিয়তের সত্যকে গোপন করা এবং আল্লাহর নাফরমানি করা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, সম্মতি এবং সাহাবিদের[৭]

---

[৭] ইমাম বুখারি রহ. তাঁর সহিহ গ্রন্থে সাহাবির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'মুসলিমদের মধ্যে যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন তিনিই সাহাবি।' অর্থাৎ সাহাবি হলেন, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমানসহ দেখেছেন এবং ইসলাম নিয়েই মারা গেছেন।

'সাহাবি'র সংজ্ঞায় এ ব্যাপকতা মূলত সোহবত বা সাহচর্যের মর্যাদা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ করে। কেননা নবুওয়াতের নুর দর্শন মুমিনের অন্তরে একটি সংক্রামক শক্তি সঞ্চার করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতে মৃত্যু অবধি এ নুরের প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান হয় দর্শকের ইবাদত-বন্দেগিতে এবং তার জীবনযাপন প্রণালীতে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণীতে আমরা এর সাক্ষ্য পাই। আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي سَبْعَ مِرَارٍ.

'সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য; যে আমাকে দেখেছে এবং আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর সুসংবাদ

উপমহাদেশের খ্যাতনামা বুজুর্গ, শায়খুল মাশায়েখ, কুতুবে রব্বানি,
পীরে কামেল আলহাজ মাওলানা সুলতান আহমদ নানুপুরি রহ.-এর
জীবনাচার, কীর্তি, বয়ান ও মালফুজাতের অপূর্ব সংকলন

মাআরিফে সুলতান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

সংকলন
মাওলানা আবদুল মাজেদ আরাকানি মুহাজিরে মক্কি রহ.

সম্পাদনা
মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

পঞ্চম অধ্যায়

দুনিয়া ও নারী ১৭
দুনিয়া-বিষয়ক বয়ান ১৯
পদ চাইবেন না ৩৯
হিংসাবিষয়ক আলোচনা ৪৮
ঈমানের স্বাদ ৫৫
মহিলাদের সম্পর্কে বয়ান ৫৭
কাতার সফর ৭৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

মালফুজাতে সুলতানি ৭৭
উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব ৭৮
‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’-এর আহকাম ৮১
হজরত মাদানি রহ.-এর পক্ষ থেকে বাতেনি ইসলাহের চিন্তাধারা ৮২
শায়খুল হিন্দের বক্তৃতা ৮২
পবিত্র কুরআনের ফজিলত এবং নানুপুরি হজরতের অভিজ্ঞতা ৮৪
সুরা ফাতিহার ফজিলত ৮৪
সুরা কুরাইশের ফজিলত ৮৫
সুরা ইখলাসের ফজিলত ৮৫
সুরা ফাতিহা, ইয়াসিন, ইখলাস এবং আয়াতুল কুরসির ফজিলত ৮৬
সুরা নাসর অবতীর্ণের পর হজরত ফাতিমা রা.-এর ক্রন্দন ও হাসি ৮৮
তাফসিরে আলাম নাশরাহ ৮৮
সুরা কাফিরুনের তাফসির ৮৯
সুরা কদরের ফজিলত ৮৯
সুরা কাহাফের ফজিলত ৯০

হজরত থানভি রহ.-এর নিকট হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর চিঠি ৯১
রজব, শাবান ও রমজানের ফজিলত ৯২
সূক্ষ্ম বিষয় ৯৪
জুমার দিনের ফজিলত ৯৫
স্বপ্নে আল্লাহ তায়ালাকে হজরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের দর্শন ৯৫
বায়তুল্লাহর হজ-সংক্রান্ত ৯৫
কাবা নির্মাণ ৯৬
হজরত থানভির নামে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহ.-এর চিঠি ৯৮
হজরতের স্থায়ী বাসস্থান ৯৯
তাসাওউফ ও জিকিরের বয়ান ৯৯
বাতেনি ইসলাহ তথা অভ্যন্তরীণ সংস্কার ওয়াজিব আলাল কিফায়াহ ১০১
তাসাওউফের সংজ্ঞা ১০২
তাসাওউফের বিষয়বস্তু ১০৩
উদ্দেশ্য ও ফলাফল ১০৩
ইলমে তাসাওউফ ও নিসবতের ফজিলত ১০৩
ইলমে তাসাওউফের উদ্ভাবক ১০৩
সন্দেহের অপনোদন ১০৩
শরিয়ত ১০৪
তরিকত ১০৪
হাকিকত ১০৪
দ্বিতীয় স্তর ১০৫
তৃতীয় স্তর ১০৫
নকশবন্দি সুফিদের তরিকতের মূলনীতি ও কর্মপন্থা ১০৭
শায়খের সাথে মুরিদের শিষ্টাচার-সংক্রান্ত আলোচনা ১০৯
মুরিদদের জন্য জরুরি বিষয় ১১১
ঈমানের দৃষ্টান্ত হলো পবিত্র হেরেমের মতো ১১২
আমলের শক্তিতে নিয়তের প্রভাব ১১২
গোপন তাওবার কারণে শরাব হয়ে গেল সিরকা ১১৩
সালিহিনগণের স্তর ১১৪
কলবি জিকির উত্তম নাকি উচ্চৈঃস্বর জিকির? ১১৪
অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার জন্য নির্জনতা অপরিহার্য ১১৬
ফিকিরের প্রকার ১১৭

সনদের ফায়েদা এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ফজিলত ১১৭
তাওহিদের প্রকারভেদ ১১৮
শৈশব ১১৯
চারটি জিনিস থেকে আদমের জন্ম ১১৯
বিচিত্র ঘটনা ১১৯
লাব্বাইক ইয়া আবদি ১২০
ঘটনা আলোচনার গুরুত্ব ১২০
অভিশপ্ত পাথর ১২১
কিবলার আদব ১২১
কালো জুতায় দুশ্চিন্তা, আকিক পাথরে শান্তি ও বরকত ১২২
কলবের পূর্ব ও পশ্চিম ১২২
শয়তান ঈমানের নুরকে ভয় পায় ১২২
আরেফদের বাণী ১২৩
কান্না ছাড়া অসুস্থদের কোনো ওষুধ নেই ১২৩
মৃত্যুতে জীবন ১২৪
কলবের জমিনে মারেফতের আবাস ১২৪
ভয় ও দুঃখের পার্থক্য ১২৫
বয়স অনুযায়ী দয়ার দৃষ্টি ১২৫
বাজারে জিকিরের ফজিলত ১২৬
হাদিস তিন প্রকার ১২৬
আদাবুন নফস ১২৭
কামালাতে লুকমান হাকিম ১২৭
প্রতিমার নাম ১২৮
আল্লাহর কসম, আমার মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই ১২৮
নুহ আলাইহিস সালামের নামের কারণ ১২৯
আকলের গুণ এবং নফসের মন্দত্ব ১২৯
বুজুর্গের ঘটনা ১৩০
জায়তুনের উপকারিতা ১৩১
যে জিন শয়তানের রিজিক নিয়ে আসে ১৩১
মুসা আলাইহিস সালামের লাঠির বৈশিষ্ট্য ১৩২
ব্যাঙের বয়স চার হাজার বছর ১৩২
মাল্টার বন্দিদশা থেকে হজরত শায়খুল হিন্দের মুক্তি ১৩২

শায়খের চিঠির উপর থানভি রহিমাহুল্লাহর খুতবা ১৩২
রিজিকবৃদ্ধির জন্য জুমার দিনের আমল ১৩৩
লবণের উপকারিতা ১৩৩
হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও জুলায়খার শুভ বিবাহ ১৩৪
পথ থেকে খড়কুটো পরিষ্কার করা ১৩৫
চোগলখুরি জাদুর চেয়েও খারাপ ১৩৬
জাহান্নামে চেহারা বিকৃতি ১৩৬
আল্লাহর রহমত সম্মানের কারণ ১৩৬
একজন মজলুমের অভিশাপের প্রভাব ১৩৬
শয়তানের কুফরি ছিল চারটি উপায়ে ১৩৭
আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালামের কান্না থেকে কিছু বস্তুর জন্ম ১৩৮
শয়তানের কান্না থেকে কিছু বস্তুর জন্ম ১৩৮
সাপের কান্না থেকে কিছু জিনিসের জন্ম ১৩৮
হজরত মাদানি রহ.-এর ঠাট্টা এবং 'মুজতার'-এর সংজ্ঞা ১৩৮
পিতা-মাতার দোয়া সুফলা বীজের মতো ১৩৯

সপ্তম অধ্যায়

বিবিধ আলোচনা ১৪০
বিবিধ আলোচনা ১৪১
আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ১৪১
বিদায় হজের ভাষণ ১৪২
সূক্ষ্ম বিষয় ১৪৩
উপদেশ এবং শিক্ষণীয় বিষয় ১৪৫
হৃদয় হলো আল্লাহর ঘর ১৪৬
উলামায়ে কেরামের উক্তি ১৪৬
নীরবতার রয়েছে সাতটি গুণ ১৪৬
মর্যাদা ও স্তর ১৪৬
তরিকতের অনেক দাবিদার থাকলেও বাস্তবে তারা দুনিয়াসন্ধানী ১৪৭
আক্ষেপের প্রকারভেদ ১৪৮
দশটি ধ্বংসাত্মক বিষয় ১৪৮
উত্তম আচরণ একটি লাভজনক বাণিজ্য ১৪৯
থানভি রহিমাহুল্লাহর মালফুজাত ১৪৯

হজরত গাঙ্গুহি রহিমাহুল্লাহর উক্তি ১৪৯
উপদেশ ১৫০
উভয় জগতে মূল্যহীন ১৫০
দশটি অভ্যাস আল্লাহ তায়ালার নিকট অপছন্দনীয় ১৫০
আটটি জিনিস তৃপ্ত হয় না ১৫০
অন্ধকার পাঁচটি এবং প্রদীপও পাঁচটি ১৫০
অন্তরের প্রকারভেদ ১৫১
নফসের বিরোধীদের তিন স্তর ১৫১
রিজিক চার প্রকার ১৫১
পৃথিবীতে তিনটি জিনিস মিসকিন নয় ১৫২
দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় ১৫২
তিনটি আওয়াজ খুব প্রিয় ১৫২
মানাকিবে আবু হুরায়রা রা. ১৫৩
এক সত্যিকার আশেকের উক্তি ১৫৪
মেরাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৫৪
এশিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত আলেম ১৫৭
বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত উলামা-মাশায়েখ ১৫৮
বাংলাদেশের কয়েকজন বিখ্যাত উলামা-মাশায়েখ ১৫৯
বাংলাদেশের অন্যান্য প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম ১৬১
সিরাতের কয়েকটি প্রকার ১৬১
নারীদের জন্য গয়না ব্যবহার ১৬২
পবিত্র কুরআনে শিরক তিন প্রকার ১৬২
খ্রিষ্টান ধর্ম ১৬২
হজরত নুহ আ.-এর উপদেশ ১৬২
হজরত মুসা কালিমুল্লাহ আলাইহিস সালাম ১৬৩
আওজ বিন উনুক ১৬৩
শিক্ষণীয় বিষয় ১৬৩
হেফাজত ১৬৪
সে আমার প্রকৃত গোলাম ১৬৪
মহিলার কাছে চারটি জিনিস কাম্য ১৬৪
চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাও ১৬৫
চারটি সোনালি উপদেশ ১৬৫

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ১৬৫
ইসমে আজম ১৬৫
দুঃখ-দুর্দশা ১৬৬
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহির সূচনা কীভাবে হয়েছিল? ১৬৬
সবকিছু একই আকৃতির হলে পার্থক্য করা কঠিন হতো ১৬৬
পৃথিবী সফরের স্থান, মানুষ মুসাফির ১৬৭
চার ইমামের জন্ম ও মৃত্যু সন ১৬৭
সুফি শব্দটি এসেছে আসহাবে সুফফা থেকে ১৬৮
কোন সময়ে সালাম দেওয়া মাকরুহ ১৬৮
হজরত নুহ আলাইহিস সালামের তুফান ১৬৮
বারো ইমামের নাম ১৬৯
উম্মতে দাওয়াহ তিন প্রকার ১৭১
সুরা ফাতিহার নাম ১৭২
সোনালি বাণী ১৭২
বেশি লালসা বেশি পাপ ১৭৩
আল্লাহ তায়ালার পাঁচ হাজার নাম ১৭৩
কেয়ামতের দিন সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন হবে ১৭৪
আসহাবে কাহাফের নাম ও উপকারিতা ১৭৪
দোয়ায় উপকারিতা ১৭৫
মূর্খের প্রশ্ন ১৭৫
বাতাস একটি গ্রন্থাগার ১৭৫
ছাত্রের প্রশ্ন শিক্ষকের উত্তর ১৭৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করুন ১৭৬
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদারণের ঘটনা ১৭৬
উটের উপকারিতা ১৭৭
হালাল পশুর মাকরুহ অংশ ১৭৭
মুরশিদে আজম হজরত মুফতি আজিজুল হক রহিমাহুল্লাহর উপদেশ ১৭৭
কলমের প্রকারভেদ ১৭৮
মানুষের বুদ্ধির পরিপূর্ণতা ১৭৮
হজরত আলি রা.-এর শাহাদাত ১৭৮
আল্লাহর হয়ে যাও ১৭৮
জুহদের হাকিকত ১৭৯

নবীদের তিন শ্রেণি ১৭৯
জিবরাইল আলাইহিস সালামের অবতরণ ১৭৯
কয়েকটি বিষয়ে হজরত ইমাম আবু হানিফা রহ. নীরব থেকেছেন ১৭৯
হজরত শায়েখ মাখদুম মুকাররম রহিমাহুল্লাহর চিঠি ১৮০
গিরগিটি হত্যায় একশো নেকি ১৮১
মোরগকে গালি দেবেন না ১৮১
আল্লাহ তিন প্রকার মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হন ১৮২
আল্লাহর আরশ পানির উপর ১৮২
আসমানের সাতটি শ্রেণি রয়েছে ১৮২
সুরা নুন ওয়াল কলম ১৮২
একিনের প্রকারভেদ ১৮২
বান্দার চারটি অবস্থা ১৮৩
চিন্তা-ফিকির হলো কলবের প্রদীপ ১৮৩
নবীজির উপর দরুদ পাঠ-সংক্রান্ত আলোচনা ১৮৪
আসমানি কিতাব নাজিলের তারিখ ১৯০

অষ্টম অধ্যায়

সুন্নাত, দোয়া, লেনদেন ও মৃত্যু ১৯১
প্রতিটি বিষয়ে সুন্নাতের অনুসরণ-বিষয়ক বয়ান ১৯২
রিসালাতের মর্যাদা ১৯২
প্রথম আলোচনা ১৯৩
দ্বিতীয় আলোচনা ১৯৭
জিয়াফতের আদব ২১০
জিয়াফতের প্রকারভেদ ২১১
আহারের সুন্নাত ২১২
পান-সংক্রান্ত সুন্নাত ২১৫
পোশাক-সংক্রান্ত সুন্নাত ২১৬
পাগড়ি-সংক্রান্ত সুন্নাত ২১৭
টুপি-সংক্রান্ত আলোচনা ২১৮
আংটি-সম্পর্কিত পবিত্র অভ্যাস ২১৯
জুতা-সম্পর্কিত পবিত্র অভ্যাস ২১৯
ঘুম-জাগরণ-সম্পর্কিত নববী বৈশিষ্ট্য ২২০

সুগন্ধি-সংক্রান্ত নবীজির অভ্যাস ২২২
চিরুনি ও তেল মাখার অভ্যাস ২২২
নখ কাটা-সংক্রান্ত অভ্যাস ২২৩
সফরের রুটিন ২২৩
প্রস্রাব-পায়খানা-সংক্রান্ত পবিত্র অভ্যাস ২২৬
হাঁচিবিষয়ক নববী স্বভাব ২২৭
নবীজির হাঁটাচলার অভ্যাস ২২৮
কথোপকথন-সম্পর্কিত পবিত্র অভ্যাস ২২৮
নবীজির বয়ানের বৈশিষ্ট্য ২২৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাস্যরস ২৩০
শিশুদের প্রতি নবীজির ভালোবাসা ও দয়া ২৩২
মজলিস-সম্পর্কিত নববী স্বভাব ২৩৩
রোগী দেখতে যাওয়ার বিষয়ে নবীজির পবিত্র অভ্যাস ২৩৫
মৌসুমের নতুন ফল-সম্পর্কিত বিশেষ অভ্যাস ২৩৬
প্রবেশের অনুমতি-সংক্রান্ত উত্তম গুণাবলি ২৩৬
সামাজিক বিষয়ে নবীজির বিশুদ্ধ গুণাবলি ২৩৭
বিবিধ শিরোনামে নবীচরিত ২৪০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসার নিয়ম ২৪০
নবীজির ছাগলের সংখ্যা ২৪০
মসজিদে ঘোষণা ২৪০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাসি ২৪০
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্না ২৪০
নবীজির পেরেশানির মুহূর্ত ২৪১
নবীজির খুশির মুহূর্ত ২৪১
সদকার সম্পদের গুরুত্ব ২৪১
নবীজির ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ২৪১
বাজার করতে লজ্জাবোধ করতেন না ২৪১
বৃষ্টির প্রথম পানি ২৪২
চিঠি লেখার অভ্যাস ২৪২
ডান-বাম হাতে কাজ করা ২৪২
স্বপ্ন জানতে চাওয়ার আগ্রহ ২৪২
ঘোড়া ভালোবাসতেন ২৪৩

নবীজি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না ২৪৩
নবীজি সাঁতার খুব পছন্দ করতেন ২৪৩
বিশেষ দোয়া ২৪৪
সকালবেলার দোয়া ২৪৪
সূর্যোদয়ের দোয়া ২৪৫
ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া ২৪৫
বাজারে যাওয়ার দোয়া ২৪৫
প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলে দোয়া ২৪৫
মেঘের গর্জন হলে দোয়া ২৪৬
বৃষ্টি বর্ষণের সময় দোয়া ২৪৬
আকাশের দিকে তাকানোর সময় দোয়া ২৪৬
ভয়ের সময় দোয়া ২৪৬
বিপদের সময় দোয়া ২৪৬
জুমার দিনের দোয়া ২৪৭
বদনজর দূর করার দোয়া ২৪৭
চাঁদের দিকে তাকানোর দোয়া ২৪৭
দুঃসংবাদ শোনার সময় দোয়া ২৪৭
সুসংবাদ শোনার সময় দোয়া ২৪৭
মিসওয়াক সম্পর্কে ২৪৭
মুসাফাহার ফজিলত ২৪৮
বের হওয়ার দোয়া ২৪৮
সফরের দোয়া ২৪৯
পাত্র সম্পর্কে হাদিস ২৪৯
দস্তরখানা উঠানোর সময় দোয়া ২৪৯
নতুন পোশাক পরার দোয়া ২৫০
খাবারের পরের দোয়া ২৫০
ওজু সম্পর্কিত দোয়া ২৫০
শুভ সমাপ্তির দোয়া ২৫০
বৈঠক-সমাবেশ শেষে দোয়া ২৫১
এক পাত্রে কয়েকজনের একসঙ্গে খাওয়া ২৫১
ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া ২৫২
সন্তানের আগমনে দাঁড়ানো ২৫২

লেনদেন-বিষয়ক বয়ান **২৫৩**
আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না ২৫৬
মৃত্যু বিষয়ে শায়েখ সুলতান আহমদ নানুপুরি রহ.-এর বয়ান **২৬৪**
মৃত্যু কীভাবে হয়, আত্মাকে কীভাবে বের করা হয়? **২৬৮**
নবীগণের রুহ যেভাবে কবজ করা হয় ২৭০
মুমিনদের আত্মা যেভাবে কবজ করা হয় ২৭১
শয়তানের হাকিকত এবং মৃত্যুর সময় তার ধোঁকা ২৭৪
বিস্ময়কর রহস্য ২৭৫
কাফেরদের আত্মা যেভাবে কবজ করা হয় ২৭৯
মৃত্যুর সময় আসমান-জমিনের আহ্বান ২৮০
মৃতব্যক্তির কষ্টের বর্ণনা ২৮২
মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ-সংক্রান্ত আলোচনা ২৮৪
সবর-সংক্রান্ত আলোচনা ২৮৬
রুহ কবজের আলোচনা ২৮৭
মৃতের গলায় আমলনামা টাঙানো এবং রুমাত নামীয় ফেরেশতার কবরে অবতরণ ২৯৩
মুনকার নাকিরের পরিচয় ২৯৪
কিরামান কাতেবিনের পরিচয় ২৯৬
মৃত ব্যক্তির রুহ ঘরে ও কবরে আসা ২৯৮
কবরে আমলের আকৃতি ৩০২
মৃত্যু ব্যক্তির সাথে অন্য মৃত ব্যক্তির সাক্ষাৎ ৩০২
কবরে নিয়োজিত ফেরেশতা ৩০৩
কবরে আমলের আকৃতি দেওয়ার কারণ ৩০৪
কবরে তাজা লাশ ৩০৪
চোখে দেখা কবরের বিস্ময়কর ঘটনা ৩০৪
মৃত ব্যক্তিকে গালি না দেওয়া ৩০৬
কবর জিয়ারত ৩০৬
কবর জিয়ারতের নিয়ম ৩০৭
শোক যাপন ৩০৮
মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য প্রতিবেশীর খাবার প্রেরণ ৩০৯
মৃত ব্যক্তির জন্য সদকা অর্থাৎ ফাতিহা করা ৩০৯
দোয়ার মধ্যে উসিলা জায়েজ কি না ৩১০
নবীদের সম্পর্কে অদৃশ্যে জ্ঞান জানার আকিদা পোষণকারী কাফের ৩১২

বিভিন্ন দরগাহর প্রকৃতি কল্পিত ৩১৩

নবম অধ্যায়

হজরত নানুপুরি রহ.-এর জীবন-চরিত ৩১৭
নানুপুর ওবাইদিয়া মাদরাসায় হজরত শায়খের নিয়োগ ৩২২
মূল ঘটনা ৩২২
হিজাজে মুকাদ্দাস অভিমুখে হজরতের যাত্রা ৩২৮
হাজি সিদ্দিক মিয়া সাহেবের জবানে একটি ঘটনা ৩৩২
দেওবন্দ সফর ৩৩৩
প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে মুহতারাম হজরতের কিছু অবস্থা ৩৩৪
বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য ৩৩৫
জামাকাপড়ের ব্যাপারে হজরতের অভ্যাস ৩৩৭
অসুস্থতা, ঔষধ ও দোয়ার ব্যাপারে হজরতের প্রশংসনীয় অভ্যাস ৩৩৭
মাকামের পর হজরতের বিশেষ গুণাবলি ৩৩৮
হজরতওয়ালার আনন্দের মুহূর্ত ৩৩৯
হজরতওয়ালা সবার জন্য দোয়া করতেন ৩৪০
হজরতওয়ালার সংস্কারমূলক প্রজ্ঞা ৩৪০
হজরত শায়েখ মাদরাসার জন্য ছিলেন ছায়া ৩৪১
হজরতের ইলমি গভীরতা এবং আমলি দক্ষতা ৩৪২
হজরতের হাঁটাচলার অবস্থা ৩৪২
সফরের ব্যাপারে হজরত নানুপুরি রহ.-এর পবিত্র অভ্যাস ৩৪২
পানাহারের ব্যাপারে হজরতের অভ্যাস ও প্রকৃতি ৩৪৪
পেশাব-পায়খানা-সংক্রান্ত হজরতের পবিত্র অভ্যাস ৩৪৫
গোসলের ব্যাপারে হজরতের পবিত্র অভ্যাস ৩৪৫
নিদ্রা-সংক্রান্ত হজরতের পবিত্র অভ্যাস ৩৪৫
হজরতের ইবাদত-সম্পর্কিত মোবারক অভ্যাস ৩৪৬
রমজানের চল্লিশ দিন ইতিকাফ ৩৪৬
একটি আশ্চর্য প্রশ্ন এবং তার উত্তর ৩৪৭
হজরতে শারীরিক গঠন ৩৪৮
পান সম্পর্কে হজরত নানুপুরি রহ. ৩৪৮
হজরতের একশত পাঁচটি উপদেশ ৩৪৯

পঞ্চম অধ্যায়

দুনিয়া ও নারী

দুনিয়া-বিষয়ক বয়ান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونصلّى على رسوله الكريم .اما بعد

اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَا لَعِبٌ وَّ لَہۡوٌ وَّ زِیۡنَۃٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَیۡنَکُمۡ وَ تَکَاثُرٌ فِی الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ ؕ کَمَثَلِ غَیۡثٍ اَعۡجَبَ الۡکُفَّارَ نَبَاتُہٗ ثُمَّ یَہِیۡجُ فَتَرٰىہُ مُصۡفَرًّا ثُمَّ یَکُوۡنُ حُطَامًا ؕ وَ فِی الۡاٰخِرَۃِ عَذَابٌ شَدِیۡدٌ ۙ وَّ مَغۡفِرَۃٌ مِّنَ اللّٰہِ وَ رِضۡوَانٌ ؕ وَ مَا الۡحَیٰوۃُ الدُّنۡیَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الۡغُرُوۡرِ ﴿۲۰﴾

‘তোমরা জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে আছে কঠিন আজাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।’[১]

অর্থাৎ একজন মানুষ প্রথম বয়সে খেলাধুলা করবে, তারপর হাসি-তামাশা, তারপর সৌন্দর্য ও ফ্যাশনের পেছনে পড়ে থাকবে, তারপর সুনাম বৃদ্ধিতে তৎপর হবে এবং খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করবে। তারপর ঘনিয়ে আসবে মৃত্যুর দিন। এসময় সে সন্তানদের ধন-সম্পদ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে যে, আমার অনুপস্থিতিতে তারা কীভাবে সুখেশান্তিতে বাস করতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়গুলো ধ্বংসাত্মক ও পচনশীল। যেমন কৃষি ক্ষেতের জাঁকজমক শ্যামল-সবুজাভ প্রকৃতি। মৌসুমের কয়েকদিন স্থায়ী থাকে ফসলের মাঠ। তারপর হলুদ হয়ে যায়। পদদলিত ও চূর্ণ হয় মানুষ ও পশুদের দ্বারা। এই সতেজতা আর সৌন্দর্যের নামনিশানাও টেকে না।

পার্থিব জীবন ও এর সাজ-সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য যে, এটি আসলে একটি ধোঁকা ও মরীচিকা। মানুষ এই অস্থায়ী জোয়ার দ্বারা প্রতারিত হয় এবং ধ্বংস

---

১. সুরা হাদিদ : ২০

করে তার ভবিষ্যৎ। অথচ মৃত্যুর পরে এই জিনিসগুলো কোনো কাজে আসবে না। কাজে লাগবে অন্য কিছু। অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমল।

নিশ্চিত থাকুন, যে ব্যক্তি এই দুনিয়া থেকে এই জিনিসটি অর্জন করেছে, সে তার ঘাঁটি অতিক্রম করেছে। আখেরাতে সে প্রভুর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমানের মতো সম্পদ হারিয়ে কুফর ও অবাধ্যতার বোঝা নিয়ে সেখানে পৌঁছেছে, তার কঠিন শাস্তি হবে। যে ঈমান থাকা সত্ত্বেও আমলে অবহেলা করেছে, তাকে লঘু-গুরু শাস্তি ভোগ করে ক্ষমা করা হবে। এটাই দুনিয়ার সারমর্ম। আখেরাতেও এটাই হবে।

গবেষণায় দেখা গেছে, دنيا (দুনিয়া) শব্দটি دنائة থেকে এসেছে। যার অর্থ নিকৃষ্ট। অথবা دنو থেকে—যার অর্থ কাছাকাছি। দুনিয়ার সব জিনিসেরই ধ্বংস নিকটবর্তী। দুনিয়ার সবকিছুর মধ্যে এ দুটো অর্থ প্রযোজ্য। সোনা-রুপা, জমি-জিরাত মানুষকে কৃপণ করে কারুনের মতো। এটা নিকৃষ্ট স্বভাব। কারুন আজ পর্যন্ত ধ্বংসের দিকে ডুবে যাচ্ছে। সোনা-রুপা মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখে; ফেরাউন ও নমরুদের মতো—যারা নিজেদেরকে খোদা বলে দাবি করত। ধন-দৌলতের কারণে মানুষ দুর্নীতি, খুন ও রাহাজানিতে জড়ায়। ঝগড়াঝাটি ও খুনখারাবি হয় বাবা-ভাইয়ের মধ্যে। মোটকথা, দুনিয়ার সবকিছু অবিশ্বস্ত। এসব আপনাকে ধ্বংস করবে।

هي الدنيا اقل من القليل ☆ و عاشقها اذل من الذليل

'এই দুনিয়া হীন থেকে হীনতর। দুনিয়াদাররা খুবই নিকৃষ্টমানের অপদস্থ।'

দুনিয়ার সব জিনিসই সুস্বাদু ও মিষ্টি, কিন্তু এর বাস্তবতা বড় তিক্ত। এক হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ

'দুনিয়া একটা মিষ্টি ও সুস্বাদু বস্তু। আল্লাহ তায়ালা এতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন। (যেমন আল্লাহ বলেছেন, اِنِّی جَاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً) তারপর দেখবেন, তোমরা কীভাবে আমল করো। সাবধান! দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচো এবং বাঁচো রমণীদের থেকে।'[২]

---

[২] মিশকাতুল মাসাবিহ : ২/২৬৭; হাসান সহিহ। জামে তিরমিজি : ২১৯১; মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ২০৭২০; মুসনাদে আহমাদ : ১১১৪৩

ہست دنیا پیر زال دل فریب ☆ می کند پیر جوان را پر شکیب

'দুনিয়া হলো মনভোলানো এক বুড়ির মতো। যে ধোঁকা ও প্ররোচণার সাথে একজন যুবককে বৃদ্ধে পরিণত করে।'

এখন আপনি পৃথিবীতে খলিফা। অধীনস্থ সকল জিনিসের পূর্ণ হক আদায় করতে হবে আপনাকে। আপনার হাত-পা, চোখ-কান, হৃদয়, জায়গা-জমি, পরিবার এবং সোনা-রুপা সবই আপনার খেলাফতের অধীনস্থ। খলিফার আরেক নাম হলো রাখাল। যেমনটি হাদিস শরিফে এসেছে,

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته[৩]

তাই রাখালের উচিত মনিবের হুকুম অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালন করা। কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। হুকুম হচ্ছে কুরআন। যিনি খেলাফত ও অধীনস্থদের পরিচালনা শিক্ষা দেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদি রাখাল মালিকের আদেশ লঙ্ঘন করে, তবে সে শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

দুটি জিনিসের কারণে খেলাফতের দায়িত্ব আদায়ে মানুষের দুর্বলতা দেখা দেয়। এক. নারীর ধোঁকা, দুই. দুনিয়ার মোহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

حب الدنيا راس كل خطيئة

'দুনিয়ার ভালোবাসা সকল পাপের মূল।'

তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اتقوا الدنيا واتقوا النساء

'দুনিয়া ও নারীকে ভয় করো।'

ভাইয়েরা! দুনিয়ায় যত বেশি সম্পদ বাড়বে, দায়িত্ব তত বাড়বে। কাজ তত বাড়বে, পাপ তত বেশি হবে। পাপ যত বেশি হবে, তত বেশি ভোগ করতে হবে জাহান্নামের শাস্তি। যত বেশি ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তার হিসাব তত বেশি হবে। তাই আল্লাহ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা পছন্দ করেন না। আল্লাহর বান্দারা সম্পদের প্রাচুর্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। যাতে তারা ফিতনা-প্রলোভনের শিকার না হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

---

৩. সহিহ বুখারি, কিতাবুল আহকাম : ৭১৩৮

اِنَّمَآ اَمۡوَالُکُمۡ وَ اَوۡلَادُکُمۡ فِتۡنَۃٌ ؕ وَ اللّٰہُ عِنۡدَہٗۤ اَجۡرٌ عَظِیۡمٌ

‘তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই মহান প্রতিদান।’[৪]

হজরত শায়েখ নানুপুরি রহ. বলেন, হজরত মুফতি আজিজুল হক সাহেব একদিন সফর থেকে ফিরে এসে হজরতের কন্যা মুহতারামা আসিয়ার গলায় একটি সোনার হার দেখতে পান। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, ‘সে এটা কোথা থেকে পেল?’ মুহতারামা স্ত্রী উত্তর দিলেন, ‘মেয়ের অস্থিরতার কারণে মুরগি বিক্রি করে এটা কেনা হয়েছে।’ হজরত মুফতি সাহেব বললেন, ‘এখন দায়িত্ব বেড়ে যাবে যে, এটা আমাদের হেফাজত করতে হবে। এই টাকায় ভালো কিছু খাওয়ালে শরীরে শক্তি পাওয়া যেত।’

এই দুনিয়ার সবকিছুই নোংরা। দুনিয়া যারা ভালোবাসে তারাও নোংরা। পরকালের প্রতিটি কাজেই প্রশংসা আছে, পবিত্রতা আছে। যে আখেরাতের আমলের পাবন্দি করে, সে প্রশংসনীয় হয়। দুনিয়ার প্রতিটি কাজেই রয়েছে লাঞ্ছনা। আর যে এর সাথে যুক্ত, সেও লাঞ্ছিত। আখেরাতের প্রতিটি কাজেই এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সবাই মর্যাদাবান ও প্রিয়। দুনিয়ার সাথে যত বেশি সংযোগ থাকবে, আখেরাতের সাথে তত বেশি সংযোগ নষ্ট হবে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى

‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘যে ব্যক্তি (যে পরিমাণ) ইহকাল ভালোবাসে, সে (সে পরিমাণ) তার পরকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। পক্ষান্তরে যে পরকালকে মহব্বত করে, সে সেই পরিমাণ ইহকালকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব যা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে, তার উপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে।’[৫]

چہ بندی دل دریں دنیائے فانی ☆ کہ دنیا نیست جائے جاودانی

‘কেন হৃদয়কে নশ্বর জগতের সাথে জড়ালে!
এই পৃথিবী তো অনন্তকালের স্থান নয়!’

---

[৪] সুরা তাগাবুন : ১৫; যারা তোমাদেরকে হারাম উপার্জন করতে প্ররোচিত করে এবং আল্লাহর অধিকার আদায় করতে বাধা দেয়। আর এই পরীক্ষায় তোমরা তখনই সফল হতে পারবে, যখন আল্লাহর অবাধ্যাচরণে তাদের আনুগত্য করবে না। অর্থাৎ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নেয়ামতও বটে এবং তা মানুষের পরীক্ষার মাধ্যমও বটে। আল্লাহ দেখতে চান যে, তাঁর অনুগত কে এবং অবাধ্য কে?

[৫] মিশকাতুল মাসাবিহ : ২/৪৪১